

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, শুক্রবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-38 20 November 2026 ◆ Friday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



আর্থিক পরিস্থিতি স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হবে না কোনও শিশুর : হিমন্ত

শিক্ষার সুযোগ যেন থমকে না যায়, তা নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি : আর্থিক বা সামাজিক পরিস্থিতি যেন কোনও শিশুর স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। প্রত্যেক শিশুর বড় স্বপ্ন দেখার এবং তা বাস্তবে রূপ দেওয়ার সুযোগ থাকা উচিত। বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার এই বার্তা দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার এমন পরিবেশ গড়ে তুলতে কাজ করছে, যেখানে প্রতিটি শিশু নিজের প্রতিভা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। এ প্রসঙ্গে সরকারের একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন তিনি। নিজুত মইনা ও নিজুত বাবু প্রকল্পের পাশাপাশি বিনামূল্যে পাঠ্যবই, সাইকেল বিতরণ এবং বিভিন্ন



বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগের উল্লেখ করেন হিমন্ত। তাঁর বক্তব্য, আর্থিক ও পারিবারিক পরিস্থিতির কারণে কোনও শিশুর স্বপ্ন ও শিক্ষার সুযোগ যেন থমকে না যায়, তা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য। প্রত্যেক শিশুর সার্বিক বিকাশের উপযোগী ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার আহ্বানও জানান তিনি।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর ২০ নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়। শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও বিকাশের বিষয়গুলি সামনে তুলে ধরাই এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য।

১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘের শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করেই দিনটি পালিত হয়। এই সনদে প্রতিটি শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সুরক্ষা এবং বিকাশের সমান অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে প্রত্যেক শিশুর সমান সুযোগ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাও এই দিবস স্মরণ করিয়ে দেয়।

ত্রিপুরার ১৬ পুরসভায় ভোটের প্রস্তুতি, মোতায়েন ৪,৫৪৫ কর্মী

আগরতলা : ত্রিপুরার ১৬টি পুরসভায় আসন্ন নগর স্থানীয় সংস্থা নির্বাচনের প্রস্তুতি জোরদার করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ভোট পরিচালনার জন্য ৪,৫৪৫ জন কর্মী নিয়োগ এবং ৯০৯টি ভোটগ্রহণ দল গঠন করা হয়েছে। মোট ৭০৪টি ভোটকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিশনের সচিব অনুরাগ সেন। নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মী, ভোটকর্মী ও অন্যান্য কর্মীদের জন্য ২১ ও ২২ নভেম্বর নির্বাচন ডিউটি ভোটার (ইডিভি) ব্যবস্থায় ভোটগ্রহণ হবে। এ জন্য ১৬টি স্থানে সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আগামী ২৫ নভেম্বর নির্বাচনী সামগ্রী পরীক্ষা করবেন ভোটকর্মীরা। সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের দফতরে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এরপর ২৬ নভেম্বর নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দেবেন ভোটগ্রহণের দায়িত্বে থাকা দলগুলি।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বাংলায় দুর্যোগের আশঙ্কা, নবান্নে জরুরি বৈঠক শুভেন্দুর

কলকাতা : ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। বৃহস্পতিবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দফায় দফায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় শুক্রবার নবান্নে জরুরি বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, সংঘমিত্রা ঘোষ-সহ বিভিন্ন জেলার প্রশাসনিক কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।



জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে ভিডিও বৈঠকে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং পুলিশ-প্রশাসনের সমন্বয় বজায় রাখার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। চাষের জমি ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়েও খোঁজ নেন তিনি। কলকাতায় জল জমা ও বিদ্যুৎ পরিষেবা পরিস্থিতির উপর বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে। কলকাতা-সহ হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা ও পুরুলিয়ায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

আইজলে রাতে রাস্তায় গাড়ি পার্কিং বন্ধের দাবি পরিবেশ সংগঠনের

আইজল : মিজোরামের রাজধানী আইজলে সরকারি রাস্তায় রাতভর গাড়ি পার্কিং বন্ধের দাবি জানাল পরিবেশ ও সামাজিক ন্যায়বিচার কেন্দ্র (সিইএসজে)। বুধবার আইজল পুরনিগমের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে সংগঠনটি অভিযোগ করেছে, বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাতের পার্কিংয়ের জন্য নির্ধারিত জায়গাগুলি কার্যত অস্থায়ী গ্যারাজে পরিণত হয়েছে।

সংগঠনের দাবি, স্থানীয় কাউন্সিলগুলির অনুমতিতে তৈরি এই পার্কিং এলাকাগুলিতে গাড়ি শুধু রাতে নয়, দিনভরও রাখা হচ্ছে। অথচ পরিবহণ দফতরের নিয়ম অনুযায়ী, নতুন গাড়ির মালিকদের নিজস্ব গ্যারাজ থাকা বাধ্যতামূলক। এই নিয়ম কার্যকর করার দায়িত্ব স্থানীয় কাউন্সিলগুলিরও রয়েছে। সিইএসজে স্থানীয় কাউন্সিলগুলিকে রাস্তায় গাড়ি রাখার অনুমতি দেওয়া এবং পার্কিং ফি আদায় বন্ধ করার পাশাপাশি নিয়মভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছে।

এ ছাড়া আইজলের পুলিশ সুপারকে অতিরিক্ত রাস্তা দখল করে পার্কিং, রাস্তায় ঝালাইয়ের কাজ, অবৈধ বাণিজ্যিক কার্যকলাপ, পরিত্যক্ত গাড়ি এবং একমুখী যান চলাচলের সমস্যার বিষয়েও জানিয়েছে সংগঠনটি।

মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে প্রাক্তন সেনাকর্মীর মৃত্যু, আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি সংগঠনের চেয়ারম্যান সহ গ্রেফতার ৮

ইম্ফল : মণিপুরের ইম্ফল পশ্চিম জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক প্রাক্তন সেনাকর্মীর। একই অভিযানে নিষিদ্ধ কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি-পিপলস ওয়ার গ্রুপের (কেসিপি-পিডব্লিউজি) স্বঘোষিত চেয়ারম্যান-সহ আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শুক্রবার রাত ২টো নাগাদ পাটসোই থানার অন্তর্গত ইউরেমবাম আওয়াং লেইকাই এলাকায় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর কুইক অ্যাকশন টিম এবং জেলা পুলিশের কমান্ডোরা যৌথ অভিযান চালায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, একটি বাড়িতে তল্লাশির সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ ও গুলির লড়াই শুরু হয়। এতে ৫৮ বছর বয়সি প্রাক্তন সেনাকর্মী খাইদেম শ্যামকুমার গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে ইম্ফলের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেসে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। অভিযানে গ্রেফতার হওয়া আটজনের মধ্যে ছয়জন কেসিপি-পিডব্লিউজি-র সক্রিয় সদস্য বলে অভিযোগ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন সংগঠনের স্বঘোষিত চেয়ারম্যান লাইশ্রম রঞ্জিত, ওরফে তামংগনবা। বাকি দু'জনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়ায় যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি ছিল বলে গোয়েন্দা সূত্রের দাবি।

উল্লেখ্য, গত ২১ জুলাই ইম্ফলে মুখ্যমন্ত্রী যুমনাম খেমচাঁদ সিংয়ের উপস্থিতিতে রঞ্জিত-সহ ৪৬ জন কেসিপি-পিডব্লিউজি সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করে মূলস্রোতে ফেরার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর পুনরায় গ্রেফতারি আত্মসমর্পণকারী সদস্যদের পুনর্বাসন ও নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। অভিযানের বিস্তারিত বিষয়ে এখনও সরকারি বিবৃতি মেলেনি।

দিল্লিতে ভূপেন হাজরিকার জন্মশতবর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান, প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন অসমের মন্ত্রীরা

নয়াদিল্লি : কিংবদন্তি শিল্পী ড. ভূপেন হাজরিকার জন্মশতবর্ষ উদ্যাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি জোরদার করল অসম সরকার। নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত এক পর্যালোচনা বৈঠকে অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন রাজ্যের মন্ত্রীরা।



বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী রণোজ পেগু, অতুল বরা, অজন্তা নেওগ এবং জয়ন্ত মল্লবরুয়া। অনুষ্ঠানের আয়োজন যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তাঁরা। এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। পাশাপাশি অসম-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট শিল্পীরাও অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ভারতীয় সংগীত ও সংস্কৃতিতে ড. ভূপেন হাজঙ্কিকার অসামান্য অবদান এবং তাঁর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে শ্রদ্ধা জানাতেই এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

শুক্রবার, ৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২০ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

সোনিয়ার আত্মকথা: স্বীকারোক্তি যত, নীরবতাও তত

সোনিয়া গান্ধীকে ঘিরে রহস্য ও কৌতূহলের অবসান কি শেষ পর্যন্ত হল? ইতালি থেকে ভারতে আসা, নেহরু-গান্ধী পরিবারের সদস্য হয়ে ওঠা, স্বামী রাজীব গান্ধীর হত্যার পর দীর্ঘ রাজনৈতিক অনীহা কাটিয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ;সব মিলিয়ে তাঁর জীবন আধুনিক ভারতের রাজনীতির এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। অথচ কয়েক দশক জনজীবনে থাকার পরও তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনা, রাজনৈতিক দর্শন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের নেপথ্যকথা সাধারণ মানুষের কাছে অনেকটাই অজানা।

সম্প্রতি প্রকাশিত ৫৪৪ পাতার স্মৃতিকথা ‘বিলংগিং’-এ সেই অজানা জীবনের কিছু দরজা খুলেছেন সোনিয়া। ১০ নভেম্বর প্রকাশিত বইটিতে রয়েছে যুদ্ধোত্তর ইতালিতে তাঁর শৈশব, কেমব্রিজে পড়াশোনা, রাজীব গান্ধীর সঙ্গে পরিচয়, গান্ধী পরিবারের সদস্য হয়ে ওঠা এবং পরবর্তী সময়ে ভারতীয় রাজনীতির উত্তাল অধ্যায়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত স্মৃতির পাশাপাশি ছয় দশকের ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনও উঠে এসেছে তাঁর বয়ানে। তবে এই আত্মকথনকে নিছক ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ বলা যাবে না। এটি একদিকে যেমন শোক, সম্পর্ক ও আত্মপরিচয়ের গল্প, অন্যদিকে তেমনই কংগ্রেসের রাজনৈতিক ইতিহাসের ভিতর থেকে দেখা একটি সময়ের দলিল। কিন্তু বইটির নির্বাচিত স্বীকারোক্তি এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীরবতা নতুন বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছে।

১৯৪৬ সালে ইতালির মিলানে এক সাধারণ পরিবারে জন্ম সোনিয়ার। ছোটবেলার জীবন ছিল স্বপ্ন, আশা ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় ভরা। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় রাজীব গান্ধীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। সেই সম্পর্কই শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভারতের রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী গান্ধী পরিবারের সদস্য করে তোলে। ১৯৬৮ সালে রাজীবের সঙ্গে বিবাহের পর ভারতে আসেন সোনিয়া। সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া তাঁর কাছে সহজ ছিল না। ইন্দিরা গান্ধীর পরিবারের সঙ্গে বসবাস, ভারতীয় খাদ্যাভ্যাস ও পারিবারিক রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া; সবকিছুর মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে ভারত তাঁর নিজের দেশ হয়ে ওঠে।

সোনিয়ার বক্তব্যে ব্যক্তিগত পরিচয়ের এই পরিবর্তন বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে। তাঁর কাছে ভারত শুধু স্বামীর দেশ কিংবা রাজনৈতিক পরিবারের ঠিকানা নয়, বরং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা নিজের আপন ভূমি। সোনিয়ার রাজনৈতিক জীবনের মোড় ঘুরে যায় ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন। রাজীবের প্রথমে এই দায়িত্ব গ্রহণে অনীহা ছিল বলেও স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে।

কিন্তু ১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধীর হত্যাকাণ্ড সোনিয়ার জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। স্বামীকে হারানোর গভীর শোক তাঁকে দীর্ঘদিন জনজীবন থেকে দূরে রেখেছিল। নিজের ব্যক্তিগত পরিসরকে এতদিন কঠোরভাবে আগলে রাখা সোনিয়া লিখেছেন, হৃদয়ভাঙা ও প্রিয়জনকে হারানোর অভিজ্ঞতাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজনীতির প্রকাশ্য পরিসরে নিয়ে আসে। রাজীবের অনুপস্থিতি নিয়ে তাঁর উপলব্ধি বিশেষভাবে আবেগঘন। তাঁর কথায়, রাজীব ক্রমশ এক গভীর শূন্যতার পরিবর্তে তাঁর অন্তরের উপস্থিতিতে পরিণত হয়েছিলেন।

দালাই লামা একবার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, স্বামীর হত্যাকারীদের প্রতি তাঁর প্রতিশোধস্পৃহা রয়েছে কি না। সোনিয়ার উত্তর ছিল, ‘না’। এই সংক্ষিপ্ত উত্তর তাঁর ব্যক্তিগত শোককে কীভাবে সংযম ও আত্মশক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন, তারই ইঙ্গিত দেয়।

স্মৃতিকথার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল ভগবদ্গীতার প্রতি সোনিয়ার আকর্ষণ। প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে নিজেকে বিশেষ ধর্মাচারী হিসেবে না দেখলেও ১৯৯৭ সালে একজন সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে তিনি ব্যক্তিগতভাবে গীতা পড়তে শুরু করেন। গীতার নিষ্কাম কর্মের দর্শন;ফলের প্রতি আসক্তি না রেখে নিজের কর্তব্য পালন; তাঁর ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ও মানসিক সংকট মোকাবিলায় সাহায্য করেছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা এবং মানসিক দৃঢ়তার গুরুত্ব তাঁর বয়ানে বারবার ফিরে এসেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাও বইটিতে জায়গা পেয়েছে। রাজনীতিকে কেবল ক্ষমতার লড়াই হিসেবে না দেখে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের জায়গা থেকে বোঝার চেষ্টা করেছেন সোনিয়া।

সিয়াং বাঁধ: জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে উপেক্ষিত আদিবাসীদের অধিকার?

প্রদীপ দেশমুখ্য

চিনের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মোকাবিলায় অরুণাচলে ১১, ২০০ মেগাওয়াটের সিয়াং প্রকল্পকে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে কেন্দ্র। কিন্তু বিস্থাপন, পরিবেশের বিপর্যয় এবং আদি জনজাতির অস্তিত্বের প্রশ্নে বাড়ছে বিরোধিতা। উন্নয়নের স্বার্থে কি উপেক্ষিত হতে পারে স্থানীয় মানুষের সম্মতি?

ইটানগর, ২০ নভেম্বর: চিনের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মোকাবিলায় ব্রহ্মপুত্রের উজানে ভারতের কৌশলগত অবস্থান শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই অরুণাচল প্রদেশে প্রস্তাবিত সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট (এসইউএমপি)। কিন্তু জাতীয় নিরাপত্তা ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের যুক্তির পাশাপাশি এই প্রকল্প ঘিরে সামনে আসছে আদিবাসী অধিকার, ব্যাপক বিস্থাপন এবং পরিবেশগত বিপর্যয়ের আশঙ্কা। ফলে সিয়াং উপত্যকায় উন্নয়নের প্রশ্নটি ক্রমশ জাতীয় স্বার্থ বনাম স্থানীয় মানুষের অস্তিত্বের বিতর্কে পরিণত হচ্ছে।

সিয়াং নদীর উপর প্রস্তাবিত ১১,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই প্রকল্পকে কেন্দ্রের তরফে চিনের জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার পাল্টা কৌশল হিসেবে দেখা হচ্ছে। তিব্বতে ইয়ারলুং সাংপো নামে পরিচিত এই নদী অরুণাচল হয়ে অসমে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্রের রূপ নেয়। চিন ইতিমধ্যেই নদীর গ্রেট বেন্ড অঞ্চলে প্রায় ৬০ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি বিশাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। দুই দেশের মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের জলবণ্টন নিয়ে কোনও পূর্ণাঙ্গ চুক্তি না থাকায় চিনের একতরফা জলনিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা নিয়ে ভারতের উদ্বেগ রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সিয়াং প্রকল্পের প্রস্তাবিত জলাধারে প্রায় ৯.২ বিলিয়ন ঘনমিটার জীবন্ত জলধারণ ক্ষমতা রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নদীর জলপ্রবাহের ঋতুভিত্তিক ওঠানামা সামাল দেওয়া, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করার সম্ভাবনার কথা বলছে প্রকল্পের সমর্থকেরা। পাশাপাশি অরুণাচলে কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগও তৈরি হতে পারে।

তবে এই কৌশলগত ও অর্থনৈতিক যুক্তির বিপরীতে রয়েছে স্থানীয় মানুষের উদ্বেগ। প্রকল্পের জলাধারের কারণে অন্তত ২৭টি গ্রাম জলের তলায় চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা। প্রভাবিত হতে পারে আরও কয়েক ডজন জনবসতি। বিরোধীদের অনুমান, প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিস্থাপন ও জীবিকার সংকটের মুখে পড়তে পারেন। যদিও এই সংখ্যার প্রকৃত পরিসর নির্ধারণে স্বচ্ছ সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা প্রয়োজন।

বিশেষ করে আদি জনজাতির কাছে সিয়াং কেবল একটি নদী নয়, তাদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নদীকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে তাদের কৃষি, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক সম্পর্ক এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা লোকজ জ্ঞান। পূর্বপুরুষের জমি, সমাধিক্ষেত্র, গ্রাম্য বনাঞ্চল এবং ধানখেতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কেবল অর্থনৈতিক নয়, গভীর সাংস্কৃতিক ও আত্মিক।

ফলে পুনর্বাসনের নামে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিলেই এই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব নয় বলে মনে করছেন আন্দোলনকারীরা। অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেলে ভেঙে পড়তে পারে প্রথাগত সামাজিক কাঠামো, পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক এবং জীবিকার প্রচলিত ব্যবস্থা। দেশের বিভিন্ন বড় বাঁধ প্রকল্পে পুনর্বাসনের অভিজ্ঞতাও খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। বহু ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও বিকল্প জীবিকার সুযোগ পায়নি।

সিয়াং উপত্যকার পরিবেশগত সংবেদনশীলতাও উদ্বেগের বড় কারণ। পূর্ব হিমালয়ের এই অঞ্চল ভূমিকম্পপ্রবণ। সেখানে বিশাল জলাধার নির্মাণের ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের অভিঘাত, পাহাড়ের ঢালের স্থিতিশীলতা, ভূমিধস এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বড় জলাধার নদীর পলি বহন, জলজ বাস্তুতন্ত্র এবং মাছের প্রজননক্ষেত্রের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এর অভিঘাত শুধু অরুণাচলে সীমাবদ্ধ থাকবে না, নীচের অববাহিকার কৃষি, মৎস্যচাষ এবং জনজীবনেও পড়তে পারে।

এ ক্ষেত্রে অসমের স্বার্থও সরাসরি জড়িত। সিয়াং নদীই অসমে ব্রহ্মপুত্র। ফলে উজানে জলপ্রবাহ, পলি পরিবহণ কিংবা বন্যার চরিত্রে কোনও পরিবর্তন হলে তার প্রভাব পড়তে পারে রাজ্যের প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর। তাই প্রকল্পের মূল্যায়নে শুধু অরুণাচল নয়, গোটা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার সম্মিলিত পরিবেশগত প্রভাব খতিয়ে দেখা জরুরি।

চিনের জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা নিয়ে ভারতের উদ্বেগ অমূলক নয়। তবে একটি বিশাল বাঁধ নির্মাণ করলেই ব্রহ্মপুত্রের উপর ভারতের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। চিনের জল ছাড়ার সময় ও পরিমাণ, নদীর প্রাকৃতিক জলপ্রবাহ এবং প্রস্তাবিত জলাধারের কার্যক্ষমতার উপর নির্ভর করবে প্রকল্পটি কতটা কার্যকরভাবে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তাই এই বিষয়ে রাজনৈতিক বক্তব্যের পাশাপাশি স্বাধীন বৈজ্ঞানিক ও জলবিদ্যাগত মূল্যায়ন প্রয়োজন।

জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষের আস্থা ও সহযোগিতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্বেগকে উপেক্ষা করে প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে গেলে দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক অসন্তোষ এবং প্রশাসনের সঙ্গে জনসাধারণের দূরত্ব বাড়তে পারে। সীমান্ত এলাকার মানুষ দেশের নিরাপত্তার বাইরের কোনও পক্ষ নন; বরং তাঁদের আস্থা ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে সংযুক্তিই সীমান্ত সুরক্ষার অন্যতম ভিত্তি। অরুণাচল সরকার জানিয়েছে, সিয়াং প্রকল্প এখনও প্রাক্-সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে এবং নির্মাণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু বলেছেন, বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়নে প্রকল্পটি প্রযুক্তিগতভাবে বাস্তবসম্মত না হলে তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না। প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে প্রভাব সমীক্ষা এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাসও দিয়েছে রাজ্য সরকার।

তবে প্রশাসনের এই আশ্বাস সত্ত্বেও স্থানীয় স্তরে অবিশ্বাস কাটেনি। প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বন্ধ, নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ এবং পাসিঘাটে এনএইচপিসির কার্যালয়ে ভাঙচুর পরিস্থিতির উত্তেজনা স্পষ্ট করেছে। যদিও হিংসা ও সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার কোনও যুক্তি নেই, তেমনই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে জাতীয় উন্নয়নের বিরোধিতা হিসেবে দেখাও সমীচীন নয়।

এই পরিস্থিতিতে প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে স্থানীয় জনজাতির প্রতিনিধি, পরিবেশবিদ, ভূতত্ত্ববিদ, জলবিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ এবং প্রশাসনের অংশগ্রহণে একটি স্বাধীন আলোচনামঞ্চ গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রকল্পের সমস্ত প্রযুক্তিগত তথ্য ও সমীক্ষার ফল স্থানীয় ভাষায় প্রকাশ করতে হবে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ নিজেরাই প্রকল্পের সম্ভাব্য সুফল ও বিপদ সম্পর্কে বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। প্রকল্পটি বাস্তবসম্মত প্রমাণিত হলেও পুনর্বাসন, জীবিকার সুরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং অসমের উপর সম্ভাব্য প্রভাবের বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় যদি প্রকল্পের পরিবেশগত, ভূতাত্ত্বিক কিংবা সামাজিক ক্ষতি অসহনীয় বলে প্রমাণিত হয়, তবে তা পুনর্বিবেচনার মানসিকতাও সরকারের থাকতে হবে।

উন্নয়নের সাফল্য শুধু কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হল কিংবা কত কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হল, তা দিয়ে বিচার করা যায় না। সিয়াং নদীকে ঘিরে মানুষের জীবন, ইতিহাস ও সংস্কৃতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। চিনের জলবিদ্যুৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোকাবিলা করতে গিয়ে নিজেদের দেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে যদি পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়, তবে সেই উন্নয়নের মূল্য নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই।

প্রতিবাদ করলেই গালিগালাজ, গ্রেফতার! বিজেপির বিরুদ্ধে সরব গৌরব

কৃষকদের ‘খালিস্তানি’, শিক্ষার্থীদের ‘পাকিস্তানি’ তকমা দেওয়ার অভিযোগ কংগ্রেস সাংসদের

নয়াদিল্লি : সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেই প্রতিবাদীদের গালিগালাজ, ভয় দেখানো এবং গ্রেফতার করা হচ্ছে। বিজেপির বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। বুধবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কৃষক, পড়ুয়া, শ্রমিক ও বেকার যুবকরা নিজেদের দাবি ও অধিকার নিয়ে সরব হলেই তাঁদের বিরোধী তকমা দিয়ে দমনের চেষ্টা হচ্ছে।

গগৈয়ের দাবি, নতুন প্রজন্ম, বিশেষত জেন জি-র তরুণরা রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে সততা ও সত্যনিষ্ঠা প্রত্যাশা করে। অথচ সরকারের কাছে প্রশ্ন তুললেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। কৃষকদের ‘খালিস্তানি’, শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা নিয়ে সরব পড়ুয়াদের ‘পাকিস্তানি’ বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেও



অভিযোগ করেন তিনি। কর্মসংস্থান ও শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারীদের ভয় দেখানো এবং গ্রেফতারের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় নিরাপত্তা আইন প্রয়োগের প্রসঙ্গও তোলেন কংগ্রেস সাংসদ।

এ দিন সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা নিয়েও মুখ খোলেন গগৈ। সাভারকর-সংক্রান্ত বক্তব্যের প্রতিবাদে শিবসেনা সদস্যদের বইয়ের পাতা ছেঁড়ার ঘটনায় তিনি স্মৃতিকথার পাশে দাঁড়ান। তাঁর মতে, ব্যক্তিগত জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা ও মানসিক আঘাত সামলেও কীভাবে সোনিয়া গান্ধী দেশসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন, বইটিতে তার অনুপ্রেরণামূলক বিবরণ রয়েছে।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রাহুল গান্ধীর বক্তব্য নিয়ে বিজেপির সমালোচনারও জবাব দেন গগৈ। তাঁর অভিযোগ, সরকারের নীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠলেই শাসকদল অস্বস্তিতে পড়ে এবং বিরোধী কণ্ঠস্বর দমনে সক্রিয় হয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নেই বিজেপির বিরুদ্ধে এই আক্রমণ শানান তিনি।

অসমে ছ’টি নতুন পুরসভা, ২৩টির সীমানা সম্প্রসারণ, বাড়ছে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ভাতা

গুয়াহাটি : অসমের নগর ও গ্রামীণ প্রশাসনিক কাঠামোয় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। ছ’টি নতুন পুরসভা গঠন, ২৩টি পুরসভার সীমানা সম্প্রসারণ এবং পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধিতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তিনটি স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন রাজনৈতিক দলের প্রতীক ও পরিচয়ের বাইরে আয়োজনের পথও প্রশস্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে নগর প্রশাসন, কৃষি, ভূমি বণ্টন ও উচ্চশিক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়।

লালুক, হারমতি-বান্দরদেওয়া, ঘিলামারা, মাজুলি, উদারবন্দ এবং মির্জা-বিজয়নগরে নতুন ছ’টি পুরসভা গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি সোনাই, বদরপুর, বরপেটা, উত্তর লখিমপুর, রঙ্গিয়া, ধুবড়ি-সহ মোট ২৩টি পুরসভার সীমানা সম্প্রসারণ ও ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হবে।

মাতক, কামতাপুর ও মোরান স্বশাসিত পরিষদ আইনের সংশোধনীতে অনুমোদন দিয়ে পরিষদগুলির সাধারণ পরিষদের নির্বাচন অরাজনৈতিক পদ্ধতিতে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা।

পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ভাতাও বাড়ানো হয়েছে। জেলা পরিষদের সভাপতি মাসে ১৫ হাজার, সহ-সভাপতি ১০ হাজার এবং সদস্যরা ৫,৫০০ টাকা পাবেন। আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সভাপতি ও সহ-সভাপতির ভাতা যথাক্রমে ১০ হাজার ও ৭ হাজার টাকা। গাঁও পঞ্চায়েতের সভাপতি পাবেন ৬,৫০০ টাকা।

কৃষি গবেষণার জন্য ধেমাজিতে ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়তে ১,৫৬৮ বিঘা জমি বরাদ্দ এবং শোণিতপুরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে ৭৪ বিঘা জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এ ছাড়া ২,৩১৩টি কৃষিযন্ত্র কেনায় ৭৫ শতাংশ ভর্তুকি, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্টার্টআপ নীতি কার্যকর এবং কম ঝুঁকির ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রে স্ব-প্রত্যয়ন ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাবেও অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। মিশন বসুন্ধরা ৪.০-তে নগর সীমানার এক কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকাকে নগর এলাকা হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। তবে কামরূপ মহানগর ও কামরূপ জেলা এর আওতামুক্ত থাকবে।

মেঘালয়ে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন, পুলিশে আরও ২ হাজার নিয়োগের প্রস্তুতি

শিলং : সরকারি কর্মীদের বেতন ও চাকরির শর্তাবলি পুনর্বিবেচনায় ষষ্ঠ রাজ্য বেতন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিল মেঘালয় সরকার। পাশাপাশি পুলিশে প্রায় ২ হাজার নতুন কর্মী নিয়োগের পথও প্রশস্ত হচ্ছে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা জানিয়েছেন, রাজ্য মন্ত্রিসভা বেতন কমিশন গঠন এবং পুলিশের নিয়োগবিধি সংশোধনের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যসচিব ডি পি ওয়াংলাংকে বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। আগামী আট মাসের মধ্যে সুপারিশ জমা দিতে হবে কমিশনকে। সরকারি কর্মীদের বর্তমান বেতন কাঠামো ও চাকরির শর্তাবলি পর্যালোচনার পাশাপাশি কর্মীদের দাবি ও মতামত শোনার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কমিশনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার সুযোগ পাবেন কর্মীরা।

অন্যদিকে, পুলিশে নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক করতে অভিন্ন নিয়োগ নির্দেশিকা সংশোধন এবং কেন্দ্রীয় নিয়োগ বোর্ড পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। নতুন বোর্ডে ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন পুলিশ রেঞ্জের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর পাশাপাশি প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আবেদন ফি, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা এবং পরীক্ষাকেন্দ্র সংক্রান্ত বিষয়ও সংশোধিত নির্দেশিকায় থাকবে। সাংমা জানান, গত বছর রাজ্যে প্রায় ৩ হাজার পুলিশকর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। এবার আরও প্রায় ২ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই প্রকাশ করা হতে পারে। এ ছাড়া তিনটি নতুন চাকরিবিধি; ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টস, অকুপেশনাল থেরাপিস্টস এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এডুকেশন সার্ভিস রুলসেও অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

আগরতলার ৫১টি ওয়ার্ডেই জয়ের লক্ষ্যে বিজেপি, উন্নয়নকে হাতিয়ার মানিক সাহার

২০২১ সালের পুরনো সাফল্য ধরে রাখতে মরিয়া শাসকদল

আগরতলা : আগামী ২৭ নভেম্বরের পুরনির্বাচনে আগরতলা পুরনিগমের ৫১টি ওয়ার্ডেই জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি। গত পাঁচ বছরে শহরের নাগরিক পরিষেবার উন্নয়নকে সামনে রেখেই নির্বাচনী লড়াইয়ে নামছে শাসকদল। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, প্রতিটি ওয়ার্ডে ভোটারদের কাছে পৌঁছে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরছে বিজেপি। প্রচারে সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও ইতিবাচক সাড়া মিলছে। ২০২১ সালের পুরনির্বাচনে আগরতলার ৫১টি ওয়ার্ডেই জয় পেয়েছিল বিজেপি। এবারও সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে আত্মবিশ্বাসী দল।

পানীয় জল, রাস্তা, পথবাতি এবং জলাশয়ের সংস্কারকে সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেছেন মানিক সাহা। তাঁর দাবি, বিজেপি পুরনিগমের দায়িত্ব নেওয়ার সময় শহরের মাত্র ৩ শতাংশ এলাকায় পানীয় জলের সংযোগ ছিল। বর্তমানে তা বেড়ে ৮৬ শতাংশে পৌঁছেছে।



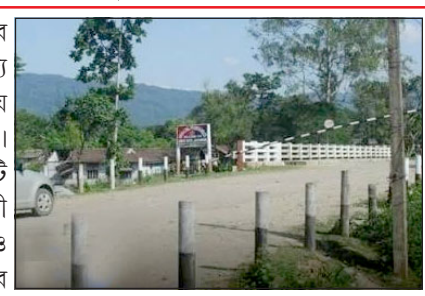
এ দিকে নির্বাচনে বিজেপির কৌশল পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ বিরোধী সিপিএম ও কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর দাবি, কোনও ওয়ার্ডেই সিপিএম এক হাজার ভোট পাওয়ার অবস্থায় নেই। কংগ্রেসের ভোটপ্রাপ্তিও ৫০০-র গণ্ডি ছাড়াবে না।

বর্তমান মেয়র দীপক মজুমদারকে এবার প্রার্থী না করার প্রসঙ্গে রতনলাল জানান, দলের ‘এক নেতা, এক পদ’ নীতির কারণেই এই সিদ্ধান্ত। তবে মেয়র হিসেবে তাঁর কাজের প্রশংসা করেন তিনি। আগামী ২৭ নভেম্বর ভোটগ্রহণ এবং ২ ডিসেম্বর গণনা।

অসম-অরুণাচল সীমান্ত বিরোধ মেটাতে উদ্যোগ, ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে জরিপ শেষের লক্ষ্যমাত্রা

২০২৭ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বসানো হবে সীমান্ত স্তম্ভ

নামসাই : দীর্ঘদিনের অসম-অরুণাচল আন্তঃরাজ্য সীমান্ত বিরোধ মেটানোর প্রক্রিয়ায় আরও এক ধাপ এগোল দুই রাজ্য। টিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত তিনটি সম্মত সীমান্ত এলাকায় আগামী ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে জরিপ ও সীমানা নির্ধারণের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২০২৭ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় সীমান্ত স্তম্ভ বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে।



শুক্রবার নামসাইয়ের গোল্ডেন প্যাগোডায় দুই রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিকদের এক সমন্বয় বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের সময়সীমা নিয়ে আলোচনা হয়। জরিপের দায়িত্বে থাকবে সার্ভে অব ইন্ডিয়া। চিহ্নিত তিনটি এলাকা হল নামসাই-টিনসুকিয়া, লোয়ার দিবাং ভ্যালি-টিনসুকিয়া (পারবুক থেকে পাগলাম) এবং লোহিত-টিনসুকিয়া।

জরিপের কাজে দুই রাজ্যের প্রশাসন যৌথভাবে কর্মী, নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করবে। অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত, সার্কল অফিসার, ভূমি রাজস্ব সহকারী, জিআইএস বিশেষজ্ঞ এবং বন দফতরের আধিকারিকরা এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকবেন। স্থানীয় গাঁও প্রধানরাও সীমানা চিহ্নিত করতে সহযোগিতা করবেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন টিনসুকিয়ার জেলা আয়ুক্ত সুমিত সত্তাওয়ান, সাদিয়ার সহ-জেলা আয়ুক্ত সিন্ধু এন রাঘবন-সহ দুই রাজ্যের প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকরা। জরিপ চলাকালীন নিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীরও সাহায্য নেওয়া হবে।

এ দিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ২১ ও ২২ নভেম্বরের অরুণাচল সফরের আগে এই উদ্যোগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সফরে পুলিশকে রাষ্ট্রপতির সম্মানসূচক পতাকা প্রদান এবং রাজ্যের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর।

‘ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত, আর ভৌগোলিক সীমা মানব না’, ইউরোপে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার হুঁশিয়ারি ইরানের



তেহরান : মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই আমেরিকাকে এবার সরাসরি হুঁশিয়ারি দিল ইরান। হামলার ক্ষেত্রে আর কোনও ভৌগোলিক সীমারেখা মানা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। নির্দেশ পেলেই শত্রুপক্ষের যে কোনও ঠিকানায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হবে বলে ঘোষণা করেছে তেহরানের সামরিক নেতৃত্ব। এমনকী ইউরোপে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলিও ইরানের নিশানায় আসতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

আইআরজিসি-র এরোস্পেস ফোর্সের কমান্ডারের প্রধান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলি বেলালি জানিয়েছেন, ইরানের সশস্ত্র বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তাঁদের আঙুল এখন ট্রিগারে রয়েছে। শত্রুপক্ষের যে কোনও আগ্রাসনের জবাব দিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হবে। শত্রু যে ভৌগোলিক অবস্থানেই থাকুক না কেন, ইরানের হাত থেকে রেহাই পাবে না। তাঁর আরও দাবি, নতুন ভৌগোলিক এলাকায় সামরিক অভিযান চালানোর প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও সক্ষমতা ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে ইরান। ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা, উৎক্ষেপণ কেন্দ্র কিংবা সামরিক পরিকাঠামো নিয়ে কোনও সীমাবদ্ধতা নেই তাদের।

একই সুর শোনা গিয়েছে আইআরজিসি-র মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হোসেন মোহেব্বির বক্তব্যেও। তিনি জানিয়েছেন, সর্বোচ্চ নেতার নির্দেশ পেলেই অভিযান শুরু হবে। সেক্ষেত্রে হামলার ক্ষেত্রে কোনও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা মানা হবে না। সম্প্রতি ৪৫০০ কিলোমিটার পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, ইউরোপে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতেও আঘাত হানার সক্ষমতা রয়েছে ইরানের।

মোহেব্বির আরও জানান, এতদিন ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ২০০০ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা খামেনেই। তবে বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা হোসেইনি খামেনেই নির্দেশ দিলে সেই সীমা আর কার্যকর থাকবে না। যে দেশ থেকে ইরানের উপর হামলা চালানো হবে, সেই দেশেই পালটা আঘাত হানা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

এই বক্তব্যের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলির নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

পাঞ্জাবে অকালি শিবিরেও ভাঙন, জোটের আলোচনার মধ্যেই ঘর ভাঙাচ্ছে বিজেপি



চণ্ডীগড় : বিহারের জেডিইউ, মহারাষ্ট্রের শিবসেনা এবং অসমের অসম গণ পরিষদের পর এবার পাঞ্জাবের শিরোমণি অকালি দলেও ভাঙন ধরানোর অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। অকালি দলের সঙ্গে জোট নিয়ে আলোচনা চলার মধ্যেই বৃহস্পতিবার দলটির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। ফলে ভোটের আগে দুই দলের সম্ভাব্য জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

আর মাস পাঁচেকের মধ্যেই পাঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্যে সংগঠন মজবুত করতে তৎপর বিজেপি। এতদিন মূলত আম আদমি পার্টি ও কংগ্রেসের নেতারা গেরুয়া শিবিরে যোগ দিচ্ছিলেন। এবার অকালি শিবিরেও ভাঙন ধরল। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনির উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দেন অকালি দলের প্রাক্তন সহ-সভাপতি সুরিন্দর সিং চৌহান, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ডঃ জসবিন্দরপাল সোহাল-সহ একাধিক নেতা।

উল্লেখ্য, বিজেপির সঙ্গে অকালি দলের আনুষ্ঠানিক জোট এখনও হয়নি। তবে দুই শিবিরের মধ্যে আলোচনা চলছে। এই পরিস্থিতিতে অকালি নেতাদের বিজেপিতে যোগদান তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সুখবীর সিং বাদলরা বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে। আসলে পাঞ্জাবে দ্বিমুখী কৌশল নিয়েছে বিজেপি। একদিকে অকালিদের সঙ্গে জোটের আলোচনা, অন্যদিকে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি। আসন সমঝোতার আগে দর কষাকষিতে সুবিধা পেতেই এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। ১৯৯৬ সাল থেকে এনডিএ-র শরিক ছিল অকালি দল। পাঞ্জাবে বিজেপির শহরাঞ্চল ও হিন্দু ভোটব্যাঙ্কের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় অকালিদের শক্তিশালী সংগঠন জোটকে সুবিধা দিত। কিন্তু ২০২০ সালে কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সম্পর্ক ভেঙে যায়।

রাফালে সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক, রিপোর্ট খারিজ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি : ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে থাকা রাফালে যুদ্ধবিমানের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হল। ব্রিটিশ পত্রিকা ‘ফ্লাইট গ্লোবাল’-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩৬টির পরিবর্তে বর্তমানে ভারতে সক্রিয় রাফালের সংখ্যা ৩২। ২০২৫ সালের মে মাসে অপারেশন সিঁদুরের পর চারটি বিমান কমে যাওয়ার বিষয়টি ঘিরে শুরু হয়েছে জল্পনা। তবে রিপোর্টের তথ্য খারিজ করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। মন্ত্রকের দাবি, এই সংখ্যা তাদের দেওয়া নয়। সিরিয়ামের সামরিক বিমান সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডারের ভিত্তিতে রিপোর্টটি তৈরি। উল্লেখ্য, ভারত ফ্রান্সের কাছ থেকে ৩৬টি রাফালে কিনেছিল। পাশাপাশি নৌসেনার জন্য ২৬টি রাফাল-মেরিন কেনার চুক্তিও হয়েছে।

মোদির সঙ্গে বৈঠকে সীমান্ত বিতর্ক

প্রথম ভারত সফরে রবিবার দিল্লি আসছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র



নয়াদিল্লি : প্রথমবার ভারত সফরে আসছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ। আগামী রবিবার, ২২ নভেম্বর দু’দিনের সফরে দিল্লিতে পৌঁছবেন তিনি। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসার কথা রয়েছে তাঁর। দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধ-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় আলোচনায় উঠে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাণিজ্য, জ্বালানি, জলসম্পদ এবং উন্নয়নমূলক সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা হবে।

নেপালে জেন জি আন্দোলনের পর গত মার্চে সর্বসম্মতিক্রমে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন বলেন্দ্র। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, মোদির আমন্ত্রণেই ২২ ও ২৩ নভেম্বর ভারত সফরে আসছেন তিনি। এই সফর ভারত-নেপাল দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সহযোগিতার নতুন সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা প্রকাশ করেছে মন্ত্রক। দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে বাণিজ্য, উন্নয়নমূলক অংশীদারিত্ব, জ্বালানি, জলসম্পদ এবং ডিজিটাল সংযোগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। যৌথভাবে অযোধ্যা-জনকপুর রেল পরিষেবার সূচনাও এই সফরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি।

তবে এই সফরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেতে পারে সীমান্ত বিতর্ক। গত মে মাসে লিপুলেখ, লিম্পিয়াধুরা ও কালাপানি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ নিষ্পত্তিতে চিন ও ব্রিটেনের মতো তৃতীয় পক্ষকে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বলেন্দ্র। তাঁর এই অবস্থানে নয়াদিল্লির সঙ্গে কাঠমান্ডুর সম্পর্কে কিছুটা টানাপড়েন তৈরি হয়।

ভারত অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, দ্বিপাক্ষিক সীমান্ত বিরোধ মেটাতে কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে দুই দেশই উদ্যোগী হতে পারে বলে জানিয়েছিল দিল্লি।

‘সাহস থাকলে আসুন অযোধ্যায় মুখোমুখি লড়ি’, ফের অখিলেশকে চ্যালেঞ্জ যোগীর



অযোধ্যা : সমাজবাদী পার্টির প্রধান তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবকে অযোধ্যা থেকে নির্বাচনে লড়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। অখিলেশ সেখানে প্রার্থী হলে তিনিও মনোনয়ন জমা দেবেন বলে জানিয়েছেন যোগী। বৃহস্পতিবার এক জনসভায় তিনি বলেন, আপনি অযোধ্যা থেকে মনোনয়ন জমা দিলে আমিও জমা দেব। সরাসরি মুখোমুখি লড়াই হোক। তাঁর দাবি, সামনাসামনি লড়ার সাহস অখিলেশের নেই। দুর্বল ব্যক্তিরাই পিছন থেকে আঘাত করেন।

উল্লেখ্য, গত অক্টোবরে অখিলেশই যোগীকে অযোধ্যা থেকে নির্বাচনে লড়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। তার জবাবেই এবার পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন সমাজবাদী পার্টিকে মাফিয়া ও অপরাধীদের আশ্রয়দাতা বলে আক্রমণ করেন যোগী। তাঁর অভিযোগ, সপা-র শাসনকালে রাজ্যে যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলার অবনতি, দাঙ্গা ও কারফিউয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বলেও দাবি করেন তিনি। ওই সময়ে মহিলা ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী।

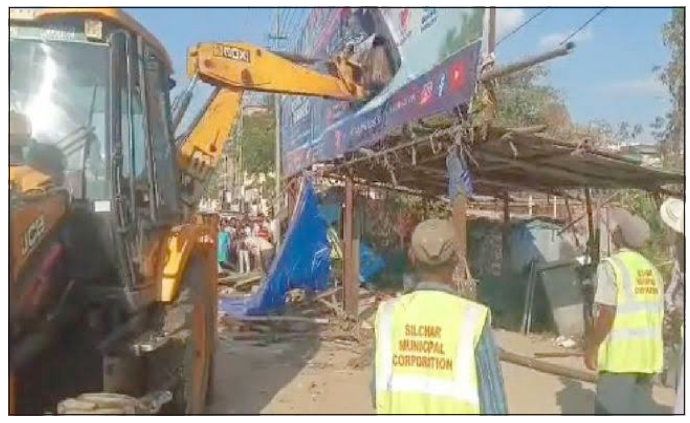
যোগীর হুঁশিয়ারি, তাঁর সরকার রাজ্যে গুন্ডামি ও মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ চালিয়ে যাবে। কেউ ফের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে তাকে রেয়াত করা হবে না। সমাজবাদী পার্টির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও শোষণের অভিযোগ তুলে যোগী বলেন, অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে শোধরানোই সরকারের লক্ষ্য।

পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে শিলচরে হকার উচ্ছেদ: নগর সৌন্দর্যায়নের নামে জীবিকার অধিকার কি উপেক্ষিত?

শহরকে যানজটমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও দৃষ্টিনন্দন করে তোলার লক্ষ্যে শিলচর পুরনিগমের রাস্তার পাশের হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করার উদ্যোগ নতুন করে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। শহরের সৌন্দর্যায়ন এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে যাঁদের জীবিকা রাস্তার পাশে ছোট্ট একটি দোকান বা অস্থায়ী স্টলের ওপর নির্ভরশীল, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী হবে;সেই প্রশ্নের উত্তরও পুরনিগমকে দিতে হবে।

শিলচরের বহু রাস্তার ধারে বছরের পর বছর ধরে ছোট ছোট দোকান, ফল-সবজির স্টল, চায়ের দোকান, খাবারের দোকান এবং বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা গড়ে উঠেছে। এসব দোকান শুধু শহরের দৈনন্দিন অর্থনীতির অংশ নয়, বহু পরিবারের বেঁচে থাকার অবলম্বন। তাঁদের অনেকেই সীমিত পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করেন। প্রতিদিনের আয় থেকেই চলে সংসার, সন্তানের পড়াশোনা এবং পরিবারের চিকিৎসার খরচ।

এমন পরিস্থিতিতে বিকল্প জায়গা, পুনর্বাসন কিংবা



ক্ষতিপূরণের কোনও কার্যকর ব্যবস্থা না করে হকারদের উচ্ছেদ করা হলে তা নিছক প্রশাসনিক পদক্ষেপ হয়ে থাকবে না; বরং বহু পরিবারের জীবিকার ওপর সরাসরি আঘাত হয়ে দাঁড়াবে।

শহর পরিচ্ছন্ন হোক, কিন্তু মানুষের জীবন বিপন্ন করে নয়

নগর পরিচালনার ক্ষেত্রে রাস্তা দখলমুক্ত রাখা, পথচারীদের চলাচলের সুবিধা নিশ্চিত করা এবং যানজট নিয়ন্ত্রণ করা পুরনিগমের দায়িত্ব। ফুটপাত ও রাস্তার ওপর অবৈধ দখল থাকলে তা নিয়ন্ত্রণ করাও জরুরি। কিন্তু প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের অর্থ এই নয় যে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবিকার প্রশ্নটি উপেক্ষা করা হবে।

একটি দায়িত্বশীল নগর প্রশাসনের কাজ শুধু উচ্ছেদ করা নয়, সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করা। কোথায় হকারদের বসানো যেতে পারে, কোন এলাকায় নির্দিষ্ট ভেন্ডিং জোন তৈরি করা সম্ভব, কীভাবে তাঁদের ব্যবসা চালানোর সুযোগ রেখে পথচারী ও যানবাহনের চলাচল স্বাভাবিক রাখা যায়;এসব বিষয় নিয়ে আগে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন ছিল।

ভারতের Street Vendors SProtection of Livelihood and Regulation of Street VendingV Act, ২০১৪ অনুযায়ী রাস্তার হকারদের জীবিকা ও ব্যবসার অধিকার সুরক্ষার পাশাপাশি শহরের জনপরিসর সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার বিধান রয়েছে। এই আইনে Town Vending Committee গঠন, হকারদের সমীক্ষা, পরিচয়পত্র প্রদান এবং নির্দিষ্ট ভেন্ডিং ও নন-ভেন্ডিং জোন চিহ্নিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অর্থাৎ, আইন একদিকে যেমন রাস্তা ও ফুটপাতের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায়, অন্যদিকে হকারদের জীবিকার সুরক্ষাও দিতে চায়। তাই উচ্ছেদই একমাত্র সমাধান হতে পারে না। আইনসম্মত প্রক্রিয়া, যথাযথ সমীক্ষা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেই এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

শিলচর পুরনিগমের কাছে সাধারণ মানুষের কয়েকটি প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক।

প্রথমত, উচ্ছেদের আগে কি সমস্ত হকারের সঠিক সমীক্ষা করা হয়েছে? দ্বিতীয়ত, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে নির্দিষ্ট এলাকায় ব্যবসা করছেন, তাঁদের জন্য বিকল্প ভেন্ডিং জোন চিহ্নিত করা হয়েছে কি? তৃতীয়ত, পুনর্বাসনের কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা বা পরিকল্পনা রয়েছে কি? আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাঁদের দোকান সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের দৈনন্দিন আয়ের বিকল্প কী?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর ছাড়া উচ্ছেদ অভিযানকে জনস্বার্থে নেওয়া একটি পূর্ণাঙ্গ পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করা কঠিন।

শিলচরকে আধুনিক, পরিচ্ছন্ন ও পরিকল্পিত শহর হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন অবশ্যই থাকা উচিত। কিন্তু উন্নয়নের ধারণা কেবল বড় রাস্তা, সুন্দর ফুটপাত, আলোকসজ্জা কিংবা দৃষ্টিনন্দন নগর পরিকাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। একটি শহরের প্রকৃত উন্নয়ন নির্ভর করে তার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ওপরও।

যাঁরা সামান্য পুঁজি নিয়ে শহরের অর্থনীতিকে সচল রাখেন, তাঁরাও এই শহরেরই অংশ। তাঁদের সমস্যাকে অপরাধ হিসেবে দেখার পরিবর্তে পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

পুরনিগম চাইলে নির্দিষ্ট এলাকায় সুপরিকল্পিত হকার মার্কেট, নির্ধারিত স্টল, পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবসায়িক ব্যবস্থা চালু করতে পারে। এতে একদিকে যেমন শহরের শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, অন্যদিকে হকাররাও তাঁদের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পাবেন।

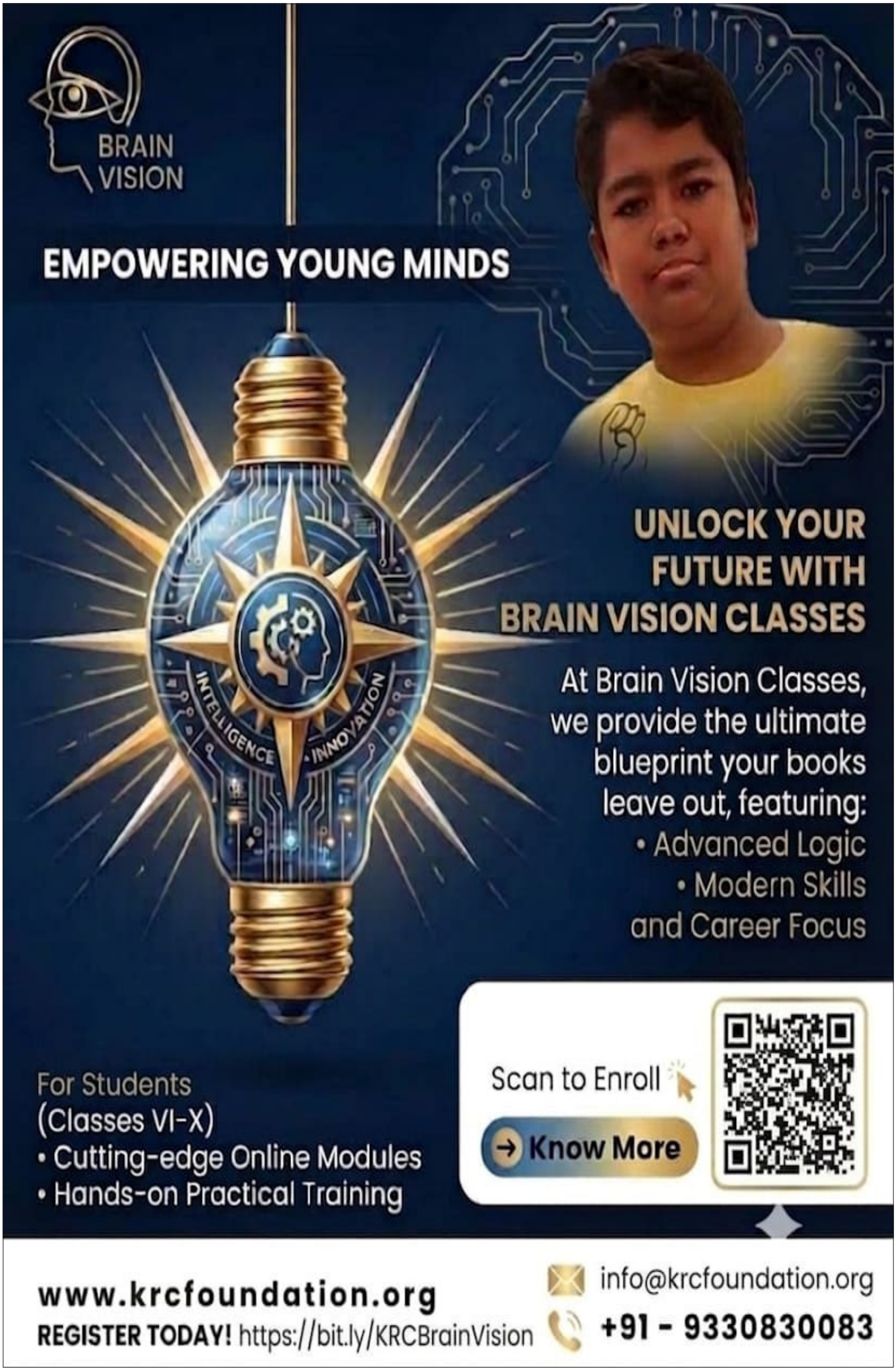
শেষ পর্যন্ত মনে রাখতে হবে, শহর মানুষের জন্য, শুধু শহরের সৌন্দর্যের জন্য মানুষ নয়। শিলচরকে সুন্দর করার নামে যদি কয়েকশো বা কয়েক হাজার পরিবারের রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সেই সৌন্দর্যায়নের সাফল্য নিয়েই প্রশ্ন উঠবে।

উচ্ছেদ নয়, চাই সুষ্ঠু পুনর্বাসন। প্রশাসনিক কঠোরতা নয়, চাই মানবিক নগর পরিকল্পনা। শিলচরের উন্নয়ন তখনই অর্থবহ হবে, যখন রাস্তার হকারদের জীবিকার অধিকার এবং সাধারণ নাগরিকদের চলাচলের অধিকার; দুটিই সমান গুরুত্ব পাবে।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।


BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard